৬

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
Political Institutions

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা ব্যবহারের বিভিন্ন বিন্যাস। রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীকরণে কোন মতৈক্য না থাকলেও সাধারণভাবে তা গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্র-এ তিনটি রূপে বিভক্ত।

সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার রাষ্ট্রকে দেখেন কোন সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে বৈধ সহিংসতার একক আধিপত্যের অধিকারী হিসেবে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, আইনের বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। সরকার হল একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এটি নির্বাহী, আইন পরিষদ ও বিচার ব্যবস্থার সমন্বয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করে। আর রাজনৈতিক দল হচ্ছে সাংগঠনিক উপায় যা সরকারের অঙ্গকে করে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং প্রদান করে জাতীয় নেতৃত্ব। আমলাতন্ত্রকে ম্যাক্স ভেবার আধুনিক সমাজে অনিবার্য বলে মনে করেন। এটি চলে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। এবার আসা যাক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের কথায়। ক্ষমতা হল এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। কর্তৃত্ব হচ্ছে বৈধ ক্ষমতা, যে ক্ষমতা মানুষ যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে। আর নেতৃত্ব হচ্ছে কোন দলের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা, গুণাবলী ও আচরণ।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখতে হবে দেশগুলির নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারকে। ভারতে রয়েছে দীর্ঘ ৫০ বছরের সফল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ। অন্যদিকে পাকিস্তানের গণতন্ত্র পায়নি সত্যিকার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, আর বাংলাদেশ রয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য অবস্থানে, যেখানে গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া বিকাশমান।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ-১ : রাজনৈতিক ব্যবস্থা
- পাঠ-২ : রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্র
- পাঠ-৩ : ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব
- পাঠ-৪ : গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া : ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

পাঠ-১

রাজনৈতিক ব্যবস্থা
Political System

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা*
- *রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপ ঃ গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ, সমাজতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ*

ভূমিকা

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা ব্যবহারের বিভিন্ন বিন্যাসকে। প্রত্যয়টির সুবিধা হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করতে পারি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার ইতিহাস প্রাচীন। এ্যারিস্টোটল রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি রূপ চিহ্নিত করেছিলেন। আধুনিক যুগের শুরুতে ম্যাকিয়াভেলী বিভাজন করেছিলেন রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রে মধ্যে। সমাজবিজ্ঞানী এস.এন আইজেনষ্টাড Eisentstadt প্রাক-ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাগ করেছেন নিম্নোক্ত ভাবে:

- ❒ আদিম রাজনৈতিক ব্যবস্থা
- ❒ প্যাট্রিমোনিয়াল সাম্রাজ্য
- ❒ যাযাবর গোষ্ঠীর সাম্রাজ্য [মোঙ্গল সাম্রাজ্য]
- ❒ নগর রাষ্ট্র
- ❒ সামন্ততন্ত্র

রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীকরণের এ রকম নানা চেষ্টা লক্ষণীয়, যদিও এ ক্ষেত্রে কোন মতৈক্য নেই। তবে সাধারণভাবে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারটি রূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ, সমাজতন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ। এখানে উল্লেখ্য, অনেক সময় ফ্যাসীবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে সর্ব্বকবাদ Totalitarianism হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বা ইংরেজী Democracy শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক Demos জনপদ এবং Kratos ও সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে। এর অর্থ জনগনের সরকার। ল্যারী ডায়মন্ড, জুয়ান লিন্জ এবং সাইমুর মার্টিন লিপসেটের মতে গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের

অবস্থানের জন্য ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা এবং নীতি বাছাই করার ব্যবস্থা থাকে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতাসহ একগুচ্ছ পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকে।

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এ. ডাল Robert A. Dahl গণতন্ত্র বলতে বোঝাতে চেয়েছেন এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সবাই রাজনৈতিকভাবে সমান, যৌথভাবে সার্বভৌম এবং নিজেদের শাসন করার জন্য যে দক্ষতা, সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তার অধিকারী। ঠিক এই ধরনের একটি ব্যবস্থা খ্রীষ্ট্র-পূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীসের একটি নগররাষ্ট্র এথেন্সে জন্মলাভ করেছিল। একে বলা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম গণতান্ত্রিক রূপান্তর। এর এক হাজার বছর পরে মধ্যযুগের ইতালীর নগররাষ্ট্রগুলোতে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো খুব স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছিল ইউরোপের জাতি রাষ্ট্রগুলোতে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে।তৃতীয় গণতান্ত্রিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় উন্নয়নশীল বিশ্বে যেটি এখন চলছে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত সংজ্ঞা গণতন্ত্রের মর্মার্থকে প্রকাশ করেনা। গণতন্ত্রের সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যা কোন সমাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা তৈরি হতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকলেই যে গণতন্ত্র থাকবে এমনটি নাও হতে পারে।

দু'জন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্রাবিয়েল এ্যামন্ড Gabriel A Almond এবং সিডনি ভার্বা Sidney Verba তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The civic Culture'-এ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ধ্রুপদী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইংল্যান্ডে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আদর্শ ধারণা। এই আদর্শ রূপকে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন পৌর সংস্কৃতি নামে।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে পৌর সংস্কৃতি বা 'সিভিক' সংস্কৃতি। জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় পৌর সংস্কৃতি। পৌর সংস্কৃতি প্রধানত: অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি হলেও এর মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে সীমাবদ্ধ এবং অধীন সংস্কৃতি যা খানিকটা নিষ্ক্রিয় করে রাখে অংশগ্রহণের প্রবণতাকে। এই অর্থে গণতন্ত্রের সংস্কৃতি হচ্ছে সমন্বয়ের সংস্কৃতি -'ভিন্নতার সমন্বয়'।

কেন গণতন্ত্র তৈরি হয় এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। সাইমুর এম. লিপসেটের Seymur Martiss Lipset মতে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য কয়েকটি উপাাদান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

- ❑ অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে যত উন্নত তত সেই দেশে গণতন্ত্র তৈরি এবং টিকে থাকার সম্ভাবনা দেখা যাবে।
- ❑ শিল্পায়ন : শিল্পায়ন গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- ❑ নগরায়ন : যে সব দেশে নগরায়নের হার বেশি সে সব দেশে গণতন্ত্র তৈরি হবার সম্ভাবনা বেশি লক্ষ্য করা যায়।
- ❑ শিক্ষা : ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ সবাই অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন।

তবে অন্য একজন তাত্ত্বিক স্যামুয়েল হান্টিংটন Samuel Huntington এর মতে গণতন্ত্র বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মধ্যশ্রেণীর Middle Class বিকাশ।

ভিন্নভাবে দেখলে গণতন্ত্রের সংস্কৃতিকে বলা যায় মধ্যশ্রেণীর সংস্কৃতি যা সমাজে দু'টি মূল দ্বন্দ্বের সমাধান তৈরি করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্র এবং ধর্মের বিভাজন-ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্র হল পক্ষপাতহীন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের উপশম।

লিপসেটের ভাষায় শিল্প বিপ্লবের ফলে মৌল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তৈরি হয়ে গেছে। শ্রমিকরা অর্জন করেছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং নাগরিকতা। রক্ষণশীলরা গ্রহণ করেছে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। বামপন্থীরা স্বীকার করে নিয়েছে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেনা।

চরম ভাবাদর্শ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে জনগণের কাছে তার আবেদন । প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত করে রাষ্ট্র এবং সমাজের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কাজ করে একই ধরনের রাজনৈতিক চেতনা। গিলবার্ট এবং সুলিভানের প্রহসনে তাই শোনা যায়:

I often think it's comical
How nature always does contrive,
That every boy and every girl.
That's born into the world alive,
its either a little liberal
or else a little conservative.

নরওয়ের স্থিতিশীল গণতন্ত্রের পেছনে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত গোষ্ঠী চেতনা যার ফলে নরওয়ের মানুষ আন্তর্ব্যক্তিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেয় এবং প্রতিযোগীতামূলক কাজকে পরিহার করার চেষ্টা করে।

এমনকি হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের মত যে সব দেশে তাৎপর্যপূর্ণ উপসংস্কৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে সে সব দেশেও তৈরি হয়েছে কনসোসিয়েশনাল Consociational গণতন্ত্র যেখানে শীর্ষজনরা অভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করার তাগিদ অনুভব করেছে এবং দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পেরেছে।

ফ্যাসীবাদ

১৯২২ সালে ইতালীতে বেনিতো মুসোলিনীর নেতৃত্বে যে শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই মূলত: ফ্যাসীবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। ব্যাপক অর্থে ইউরোপে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে ফ্যাসীবাদ বলা হয়। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে যে নাৎসীবাদ National Socialism সৃষ্টি হয়েছিল তাকেও এই অভিধায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফ্যাসীবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থা। এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একটি শাসক গোষ্ঠী। তারা সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নেতৃত্বের নীতি। ফ্যাসীবাদে নেতার অনুসারীদের উপর সীমাহীন কর্তৃত্ব থাকে। অনুসারীরা অন্ধভাবে নেতার কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়। ফ্যাসীবাদের জোর থাকে নেতা এবং জনগনের মধ্যে সরাসরি এবং গভীর বন্ধনের উপর।

এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন বিরোধিতা সহ্য করা হয় না। যে কোন বিরোধিতাকে নির্মূল করা হয়।

এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফ্যাসীবাদ একটি নতুন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির দাবী তুলে ধরে। এই ধরনের ব্যবস্থায় কোন শ্রেণীসংগ্রাম বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত থাকবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজ করবে ঐক্য।

ফ্যাসীবাদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি কর্তৃত্ববাদ ও অসমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণবাদ, নারী-পুরুষের অসমতা ও সামাজিক অসমতার উপর সৃষ্টি হয় বলে এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম অধিকার ও ব্যক্তি-অধিকারকে স্বীকার করে না। ফলে এটি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিরোধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটে।

সমাজতন্ত্র

মার্কস্ -এর মতে সমাজতন্ত্র হবে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বহারা শ্রেণী দখল করবে রাষ্ট্রক্ষমতা। অবসান ঘটবে সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি মালিকানা এবং মজুরী প্রদান করা হবে সাধারণ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে।

বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র ঝরে পড়বে। যৌথ কর্মকান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করবে সমাজ। প্রতিটি মানুষ তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যা যা প্রয়োজন তা পাবে। সাম্যবাদী সমাজে শ্রমবিভাজন থাকবে না। থাকবে না অভাব। মানুষ তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন কাজ করতে পারবে। শ্রম হবে মানুষের সৃষ্টিশীল সত্ত্বার পরিপূর্ণতার প্রতীক।

বিরাজমান সমাজতান্ত্রিক সমাজে মার্কস্ -এর চিন্তাকে অনুসরণ করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মার্কস্ -এর চিন্তার আলোকে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে মার্কস্ -এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করেন তা সমাজতন্ত্রের পতন ডেকে আনে। ১৯৮৯-১৯৯১ সালের মধ্যে পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্রনীতি হিসাবে সাম্যবাদ বর্জন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকান্ড স্থগিত করা হয়। একই সালে ভেঙ্গে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এভাবে শুরু হয় সমাজতন্ত্রের পতন।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ

উন্নয়নশীল বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণত: কোন নাম দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা এখানে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ Bureaucratic Authoritarianism। এ ধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ক্ষমতা থাকে ব্যাপক। আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের সবচেয়ে

চরম রূপ হচ্ছে সামরিক শাসন। মধ্যশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সোসাইটির অবস্থান থাকে নাজুক। আমলাতন্ত্র নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে।

সারাংশ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা ব্যবহারের বিভিন্ন বিন্যাসই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক ইতিহাস প্রাচীন এবং এর শ্রেণীকরণের নানা রকম চেষ্টা লক্ষণীয় হলেও এক্ষেত্রে কোন মতৈক্য নেই। তবে সাধারণভাবে গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ, সমাজতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ- এ চারটি রূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের সরকার। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের অবস্থানের জন্য ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। এতে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা ও নীতি বাছাই করার ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এ. ডাল Robert A. Dahl গণতন্ত্র বলতে বোঝাতে চেয়েছেন এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সবাই রাজনৈতিকভাবে সমান, যৌথভাবে সার্বভৌম এবং নিজেদের শাসন করার জন্য যে দক্ষতা, সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তার অধিকারী। অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রের সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যা কোন সমাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা তৈরি হতে সাহায্য করে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে পৌর সংস্কৃতি বা 'সিভিক' কালচার। জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় পৌর সংস্কৃতি।

কেন গণতন্ত্র তৈরি হয় এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর। সাইমুর এম. লিপসেটের মতে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কয়েকটি উপাদান হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও শিক্ষা। তবে স্যামুয়েল হান্টিংটন এ ক্ষেত্রে মধ্যশ্রেণীর বিকাশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন। ফ্যাসীবাদে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একটি শাসক গোষ্ঠী যারা সমাজ জীবনকেও করে নিয়ন্ত্রণ। এতে নেতার অনুসারীদের উপর থাকে সীমাহীন কর্তৃত্ব। তাছাড়া কোন বিরোধিতা ফ্যাসীবাদে সহ্য করা হয় না। একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির দাবী তুলে ধরা হয় যেখানে কোন শ্রেণীসংগ্রাম বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত থাকবে না। ফ্যাসীবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি কর্তৃত্ববাদ ও অসমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

মার্কস্ -এর মতে সমাজতন্ত্র হবে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে সর্বহারা শ্রেণী। সম্পত্তি বা উৎপাদন উপায়ের উপর ব্যক্তিমালিকানার ঘটবে অবসান এবং মুজুরী প্রদান করা হবে সাধারণ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাতের পর শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র পড়বে ঝরে। এ সমাজে থাকবে না শ্রমবিভাজন। শ্রম হবে মানুষের সৃষ্টিশীল সত্ত্বায় পরিপূর্ণতার প্রতীক। মার্কস্ -এর এ চিন্তার আলোকে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ বিরাজমান সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে অনেক দেশে। উন্নয়শীল বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবংসামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ক্ষমতা থাকে ব্যাপক। সামরিক শাসন হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের সবচেয়ে চরম রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. সর্বাত্বকবাদ হিসাবে নিচের কোনটিকে চিহ্নিত করা হয়?

ক. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র　　খ. গণতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদ

ঘ. সমাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র　　গ. ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্র

২. বেনিতো মুসোলিনী ইতালীতে যে শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন তাকে বলে-

ক. গণতন্ত্র　　খ. সমাজতন্ত্র

গ. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র　　ঘ. ফ্যাসীবাদ

৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতা থাকে নিচের কোনটিতে?

ক. সমাজতন্ত্রে　　খ. একনায়কতন্ত্রে

গ. গণতন্ত্রে　　ঘ. উপরের সবগুলো

৪. কত সালে হিটলার জার্মানীতে নাৎসীবাদ সৃষ্টি করেছিল?

ক. ১৯২৩ সালে　　খ. ১৯৩৩ সালে

গ. ১৯৪৩ সালে　　ঘ. ১৯৩৪ সালে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ বলতে কি বোঝেন ?

২. ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ আলোচনা করুন।

২. আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-২

রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্র
State, Government, Political Party and Bureaucracy

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *রাষ্ট্রের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা*
- *সরকারের ধারণা, সংজ্ঞা, কাজ ও শ্রেণীবিভাগ*
- *রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও তার বিভিন্ন রূপ*
- *আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য*

ভূমিকা

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্র State, সরকার Government, রাজনৈতিক দল Political Parties ও আমলাতন্ত্র Bureaucracy সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানও বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হতে ভিন্নতর।

রাষ্ট্র State

ভূ-খন্ড, জনসংখ্যা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ের উপর সার্বভৌমত্ব সম্বলিত একটি রাজনৈতিক একককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার কোন সুনির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বৈধ সহিংসতা Legitimate Violence-এর একক আধিপত্যকে রাষ্ট্র বলে মনে করেন। এ ধারণা অনুযায়ী অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যদল, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থানীয় ও জাতীয় সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের সীমা বা গন্ডি চিহ্নিত করা বেশ জটিল। পুরানো প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে অফিসের ক্ষমতাযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রকে নির্দেশ করে। বিগত পাঁচ'শ বছরে স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র নামক আধুনিক ধারণার বিকাশ ঘটেছে। অর্থনৈতিক ধারণা অনুযায়ী জাতি-রাষ্ট্র একটি পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কেননা বাজার, সম্পদ, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো অর্থনীতি বা বিশ্ব বাজারের সীমারেখা অতিক্রম করে থাকে।

আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের তিন ধরনের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হল–

- ❒ আইন প্রণয়ন
- ❒ আইনের বাস্তবায়ন
- ❒ আইনের ব্যাখ্যা ও ব্যবহার

প্রতিষ্ঠানের গঠনগত দিক থেকে রাষ্ট্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এবং রাষ্ট্র তার নির্বাচকমন্ডলী, কর্মকর্তা ও সরকার দ্বারা উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নিয়োজিত থাকে। বর্তমানকালের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স Anthony Giddens তাঁর Sociology গ্রন্থে রাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। এগুলো হল- (১) রাজনৈতিক যন্ত্র Political Apparatus (২) ভূ-খন্ড Territory এবং (৩) আইন ও শক্তির ব্যবহার Law and the use of Force।

আধুনিক রাষ্ট্রের বিকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাই ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ধনতন্ত্র বিকাশের সাথে যুক্ত। বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে– ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, আমলাতন্ত্রের বিকাশ এবং জনগণের অংশগ্রহণ।

রাষ্ট্রের সাথে সরকার সম্পর্কিত হলেও দুইয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যবধান। সরকার পরিবর্তনশীল, কিন্তু রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয়। তবে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অনেক সময় পতনও হয়ে থাকে। একথা ঠিক যে, সরকার হল রাষ্ট্রের পরিচালক বা প্রতিনিধি।

সরকার Government

সরকার হল এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোন সমাজের জন্য বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত তৈরি করা হয়। এটি নির্বাহী, আইন পরিষদ ও বিচার ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে কাজ করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্সের মতে, "সরকার বলতে বোঝায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রণীত নীতিমালা, সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রের বিষয়।"

এখানে কর্মকর্তা বলতে বোঝায় রাজা-রানী (প্রযোজ্য হলে), নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং আমলাতন্ত্র যারা একটি দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন, আইন অনুযায়ী প্রশাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করেন এবং দেশের অগ্রগতির জন্য দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা তৈরি করেন। সরকার নাগরিকদের সেবা দান এবং মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে থাকে। প্রতিটি সরকারই তিনটি কাজ সম্পন্ন করে থাকে–

- ❒ আইন প্রণয়ন
- ❒ শাসন পরিচালনা
- ❒ বিচারের ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নাগরিকের মঙ্গলার্থে আইন প্রণয়ন ও এই আইনের প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে শাসনকার্য সচল রাখাই সরকারের প্রধান কাজ।

গঠন অনুসারে সরকার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।যেমন– রাজতন্ত্র Monarchy, অভিজাততন্ত্র Aristocracy, একনায়কতন্ত্র Autocracy, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণমূলক রাষ্ট্র Bureaucratic-authoritarian State, গণতন্ত্র Democracy ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র Socialist State।রাজতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস রাজপরিবার।উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাততন্ত্রে কিছু অভিজাতগোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়।একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তি তার অনুগামীদের দ্বারা ক্ষমতা দখল করে শাসন করে থাকে।আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রে সাধারণত: সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ক্ষমতা দখল করে থাকে এবং সামরিক আইন এবং স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা দেশ শাসন করে থাকে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন শাসন করে তখন তাকে বলে গণতন্ত্র।সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র যেখানে

শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটে এবং উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা থাকে জনগণের হাতে।

রাজনৈতিক দল Political Parties

রাজনৈতিক দল হচ্ছে সাংগঠনিক উপায় যার দ্বারা অফিসের জন্য প্রার্থী নিয়োগদান ও ভাবাদর্শের বিস্তার ঘটে। এটি সরকারের অঙ্গকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করে।

এডমন্ড বার্ক Edmund Burke দুই শতাব্দী পূর্বে রাজনৈতিক দলের প্রথম আধুনিক সংজ্ঞাটি প্রদান করেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক দল হল: "a body of men united for promulgating by their joint endeavors, the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed." এ ধারণা অনুযায়ী কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিতে সম্মত ব্যক্তিবর্গ যখন জাতীয় স্বার্থে যৌথ উদ্যোগে একত্রিত হয় তখন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। জোসেফ এ. শুমপেটার Joseph A. Schumpeter বার্ক Burke-এর রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় মতানৈক্য প্রদর্শন করেন। বার্ক যেখানে রাজনৈতিক দলকে দেখেছেন একটি গ্রুপ হিসাবে যা জনকল্যাণের উন্নয়নে সচেষ্ট সেখানে সুম্পিটার দলের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন।

দলব্যবস্থা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন একদিকে বহুদল-ব্যবস্থা Multi-party System অপরদিকে একদল-ব্যবস্থা One-party System। বহুদল-ব্যবস্থা (প্রায়ই দু'টি প্রধান দল) উদার গণতান্ত্রিক সমাজ (বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী)-এ বিদ্যমান। পক্ষান্তরে আফ্রিকার দেশগুলো যেমন কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে প্রভৃতিতে একদল-ব্যবস্থার আধিপত্য লক্ষ্যণীয়।

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক দলের উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং সাংগঠনিক গতিশীলতাকে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা নেতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কর্মীবাহিনী, সমর্থকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, দলে ক্ষমতার বন্টন এবং জনসমর্থন বৃদ্ধির কৌশলের উপর আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ-দলের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্বার্থ-দল জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং বিশেষ গোষ্ঠীগত বা পেশা বা শিল্পভিত্তিক স্বার্থকে তুলে ধরে। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ মনে করে যে ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য থাকে শাসক শ্রেণীর হাতে যেখানে পার্লামেন্টারী রাজনীতি হচ্ছে অলীক এবং তা কেবলই ভাবাদর্শগত কৌশল হিসাবে সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হতে জনগণের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দেয়। অনেকেই মনে করেন এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি উদার চিন্তার বিপরীতে অপরিশীলিত।

আমলাতন্ত্র Bureaucracy

বর্তমান সমাজে আধুনিক সকল সংগঠনই আমলাতান্ত্রিক প্রকৃতির। 'Bureaucracy' শব্দটির অর্থ হল অফিসের নিয়ম-কানুন। সরকারী অফিস-সংক্রান্ত বিষয়ে এটি প্রথম ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে অনেক বড় সংগঠনকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিভিন্ন লেখক আমলাতন্ত্রকে সতর্কতা, সূক্ষ্মতা এবং কার্যকরী প্রশাসন প্রভৃতির মডেল অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। তারা মনে করেন মানুষ যত সংগঠন সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী রূপটি হল এটি, যা কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলে। আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ধারণাটি প্রদান করেন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার। তিনি মনে করেন, আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্র অবিচ্ছেদ্য। বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক

কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিকাশ। আমলাতন্ত্রের কিছু ব্যর্থতা ও ত্রুটি থাকলেও ভেবার বিশ্বাস করেন আধুনিক সামাজিক জীবনে এটির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

নিচে আধুনিক আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১. অফিস স্পষ্টভাবে বিভক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি অফিসের দায়িত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত থাকে।

২. অফিসের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকে। আমলাতান্ত্রিক চাকরি কর্মকর্তার জীবনে একমাত্র কাজ হিসাবে পরিচালিত হয় যার সঙ্গে তার সমগ্র কর্মজীবন জড়িত।

৩. সমস্ত কাজের সোপানক্রমিক বিন্যাস থাকে।

৪. আমলাতন্ত্রে নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে হয় এবং নিয়োগ হয় চুক্তিভিত্তিক।

৫. কর্মকর্তাকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় এবং কর্মজীবন শেষে তিনি পেনশন পান। তাঁর বেতন মর্যাদা অনুযায়ী নিরূপিত হয়।

৬. উপরস্থ কর্মকর্তার তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার থাকে।

৭. পদোন্নতি সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে।

৮. অফিসের সুযোগ-সুবিধা কর্মকর্তা নিজস্ব বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন না।

সারাংশ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাইরে সমাজবিজ্ঞানেও রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সভেবার কোন সুনির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বৈধ সহিংসতার একক আধিপত্যকে রাষ্ট্র বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের সীমা বা গন্ডি চিহ্নিত করা বেশ জটিল।তবে আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের তিন ধরনের ভূমিকা- আইনপ্রণয়ন, আইনের বাস্তবায়ন ও আইনের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠানের গঠনগত দিক থেকে রাষ্ট্রও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এবং রাষ্ট্র তার নির্বাচকমন্ডলী, কর্মকর্তা ও সরকার দ্বারা উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নিয়োজিত থাকে।

সরকার হল এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোন সমাজের জন্য বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত তৈরি করা হয়। এটি নির্বাহী, আইন পরিষদ ও বিচার ব্যবস্থার সমন্বয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে কাজ করে এবং নাগরিকদের সেবা দান ও মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে।

রাজনৈতিক দল হচ্ছে সাংগঠনিক উপায় যার দ্বারা অফিসের জন্য প্রার্থী নিয়োগদান ও ভাবাদর্শের বিস্তার ঘটে। এটি সরকারের অঙ্গকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব প্রদান করে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক দলের উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তাদের সাংগঠনিক গতিশীলতাকে অধ্যয়ন করেন।

বর্তমান সমাজে আধুনিক সকল সংগঠনই আমলাতান্ত্রিক প্রকৃতির। আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্র অবিচ্ছেদ্য বলে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার অভিমত প্রদান করেন। বিভিন্ন লেখক মনে করেন– মানুষ যত সংগঠন সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী রূপ হল এটি, যা কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ভূ-খন্ড, জনসংখ্যা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ের উপর সার্বভৌমত্ব সম্বলিত একটি রাজনৈতিক এককে বলা হয়–

ক. সরকার　　খ. অঞ্চল

গ. রাজনৈতিক দল　　ঘ. রাষ্ট্র

২. রাষ্ট্রের পরিচালক বা প্রতিনিধি কে?

ক. রাজনৈতিক দল　　খ. সরকার

গ. রাজনৈতিক দল ও সরকার　　ঘ. উপরের সবগুলো

৩. সরকারের অঙ্গকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করেন কে?

ক. রাজনৈতিক দল　　খ. সরকার

গ. আমলাতন্ত্র　　ঘ. সরকার ও রাজনৈতিক দল

৪. আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্র অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন নিচের কোন সমাজবিজ্ঞানী?

ক. কার্ল মার্কস্　　খ. এমিল দুরক্যাঁ

গ. ম্যাক্স ভেবার　　ঘ. রবার্ট মার্টন

৫. নাগরিকদের সেবাদান ও মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে কে?

ক. রাষ্ট্র　　খ. রাজনৈতিক দল

গ. সরকার　　ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গঠন অনুসারে সরকার কি কি ভাগে বিভক্ত ?

২. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. টীকা লিখুন :

ক. রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্র

খ. রাষ্ট্র ও সরকার

পাঠ-৩

ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব
Authority, Leadership and Power

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ক্ষমতার বিভিন্ন ধারণা বা দৃষ্টিকোণ*
- *কর্তৃত্বের ধারণা ও তার রূপভেদ*
- *নেতৃত্ব ও তার উপাদান*

ক্ষমতা Power

ক্ষমতা Power একটি অত্যন্ত জটিল প্রপঞ্চ। সমাজবিজ্ঞানীরা এখন অনুধাবন করছেন যে ক্ষমতা সমাজবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু ক্ষমতার এত ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে তা সনাক্ত করা সহজ নয়। ফরাসী চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর গবেষণার পর সমাজবিজ্ঞানীরা ক্ষমতার জটিল বহুমাত্রিকতা সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন।

ক্ষমতার আলোচনা শুরু করতে যেয়ে আমরা সাধারণত: জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের ধ্রুপদী ধারণা থেকে শুরু করি। ভেবারের মতে ক্ষমতা হচ্ছে "কোন মানুষ অথবা কিছু মানুষের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণকারী অন্য মানুষদের বিরোধিতার মুখে নিজেদের ইচ্ছাকে পূরণ করা।"

"The chance of a man or a number of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are participating in the action." এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষমতা হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। এর ফলে সমাজে ক্ষমতার বিতরণ হয় ভিন্ন ভিন্নভাবে যা আমরা দেখতে পাই সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে-শ্রেণী, মর্যাদাগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলের ভিতর।

ক্রিয়াবাদী ধারণা

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস্ Talcott Parsons। তিনি ক্ষমতার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা বাদ দিয়ে এটিকে দেখেছেন সমাজের সুবিধা ও সম্পদ হিসাবে যার মাধ্যমে মানুষ যৌথ লক্ষ্যকে অর্জন করতে পারে। মানুষের দক্ষতার উপর নির্ভর করে সমাজে ক্ষমতার পরিমাণ।

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে শ্রেণী-সম্পর্ক বা উৎপাদন উপায়ের মালিকানা যার মাধ্যমে মালিক শ্রেণী শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং তাদের শোষণ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে

অবৈধ। শোষিত শ্রেণী ভ্রান্ত চেতনার False Consciousness জন্য শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার ব্যবহারকে বৈধ মনে করে। রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার। মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এর উদ্ভব এবং বিস্তার।

এলিট তত্ত্ব

এলিট তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন দু'জন ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী পারেতো Vilfredo Pareto (১৮৪৮-১৯২৪) এবং মস্কা Gaetano Mosca (১৮৫৮-১৯৪১) । তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে প্রতিটি সমাজে যারা বিশেষ বিশেষ গুণে মন্ডিত এবং যারা সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠতর তারা এলিট বা শীর্ষজন হিসাবে বিবেচিত। তারা সাধারণ মানুষ বা নন-এলিট থেকে ভিন্ন। সমাজের ক্ষমতা সবসময় তাদের হাতে থাকে। সমাজে এলিটগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটে। এক ধরনের এলিটের বদলে অন্য ধরনের এলিটের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এলিটদের প্রভুত্ব থেকেই যায়।

বহুত্ববাদ Pluralism

পশ্চিমের গণতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস বোঝানোর জন্য এই তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়। শিল্পভিত্তিক যা আধুনিক সমাজে বহু ধরনের গোষ্ঠী এবং তাদের বহু ধরনের স্বার্থ তৈরি হয়। ফলে কোন একটি গোষ্ঠী তাদের প্রভুত্বকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না বা বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলে একক এলিট শ্রেণীও তৈরি করতে পারে না।

ক্ষমতার বহমানতা : মিশেল ফুকো

ক্ষমতা নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন মিশেল ফুকো। ফুকোর মতে অন্যদের উপর কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রভুত্বকে ক্ষমতা হিসাবে দেখা উচিত নয়। ক্ষমতা শিকলের মত নয়। ক্ষমতা প্রবাহিত হয়। ক্ষমতা অনেকটা জালের মত। প্রতিটি মানুষ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। প্রতিটি মানুষ ক্ষমতার শিকার। ক্ষমতা সমাজের মধ্যে প্রবাহিত হয় চিহ্নের মাধ্যমে, ভাষার মাধ্যমে, নিয়মের মাধ্যমে। ক্ষমতা আরোপ করবার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে মানুষের শরীর, মানুষের মন।

কর্তৃত্ব Authority

ক্ষমতা নিয়ে ভেবারের আলোচনার অনেক দুর্বলতা থাকলেও, কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ কালজয়ী। কর্তৃত্ব হচ্ছে বৈধ ক্ষমতা, যে ক্ষমতাকে মানুষ যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করে। ভেবার কর্তৃত্বের তিনটি রূপ চিহ্নিত করেছিলেন– সনাতনী Traditional, ঐশী Charismatic এবং যুক্তিভিত্তিক-আইনগত Rational-legal। সহজ করে বললে সনাতনী কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে প্রথা, ঐশী কর্তৃত্বের আবেগ এবং আইনগত কর্তৃত্বের যুক্তি। সনাতনী কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথা এবং ঐতিহ্য। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজেই এই ধরনের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে 'নীলরক্ত' বা অভিজাত বংশ। কেননা মানুষ তাদের শ্রেষ্ঠত্বে এবং কর্তৃত্বের অধিকারে বিশ্বাস করত। কিন্তু আধুনিক সমাজে মানুষের এই বিশ্বাস আর নেই।

কোন ব্যক্তির অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রশ্নহীন অনুরাগকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ঐশী কর্তৃত্ব। বিক্রমশালী যুদ্ধ দলের নেতা, প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ঐশী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঐশী

কর্তৃত্ব ক্ষণস্থায়ী। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে বা নেতার মৃত্যুর পর এই কর্তৃত্ব আর থাকে না। তখন এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। না হলে তা সনাতন কর্তৃত্ব বা যুক্তিভিত্তিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। কর্তৃত্বের তৃতীয় রূপটি হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক আইনগত কর্তৃত্ব। এর ভিত্তি হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ নিয়ম-সর্বজনীন আইনগত কাঠামো। আমলাতন্ত্র হচ্ছে এর প্রধান উদাহরণ।

নেতৃত্ব Leadership

সমাজবিজ্ঞানে নেতৃত্ব নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা প্রধানত: হয়ে থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানে। Collins Dictionary of Sociology তে নেতৃত্ব Leadership বলতে বোঝানো হয়েছে একটি দলের মুখ্যব্যক্তি হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা, গুণাবলী এবং আচরণকে।

নেতৃত্বের সাথে তিনটি উপাদান যুক্ত– নেতা, অনুসরণকারী এবং যে সামাজিক অবস্থায় নেতা-অনুসারী Leader-follower সম্পর্ক কাজ করে। নেতৃত্বের ধরন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে নেতৃত্ব খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক সমাজে ব্যক্তি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আধুনিক সমাজে ব্যক্তি এবং নেতৃত্বের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম।

সারাংশ

ক্ষমতা একটি অত্যন্ত জটিল প্রপঞ্চ। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীরা ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে অনুধাবন করছেন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের ধ্রুপদী ধারণায় ক্ষমতা হচ্ছে কোন মানুষ অথবা কিছু মানুষের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণকারী অন্য মানুষদের বিরোধিতার মুখে নিজেদের ইচ্ছাকে পূরণ করা। এ ধারণায় ক্ষমতা হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস্ ক্ষমতার ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ধারণা বাদ দিয়ে ক্ষমতাকে দেখেছেন সমাজের সুবিধা ও সম্পদ হিসাবে যার মাধ্যমে মানুষ যৌথ লক্ষ্যকে অর্জন করতে পারে। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে শ্রেণী সম্পর্ক বা উৎপাদন উপায়ের মালিকানা যার মাধ্যমে মালিক শ্রেণী শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং তাদের শোষণ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। এলিট তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা পারেতো ও মস্কা মনে করেন, প্রতিটি সমাজে যারা অসামঞ্জস্য যারা সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠতর তারা এলিট হিসাবে বিবেচিত এবং সমাজের ক্ষমতা সবসময় তাদের হাতে থাকে।

ম্যাক্স ভেবারের কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানে কালজয়ী। কর্তৃত্ব হচ্ছে বৈধ ক্ষমতা– যে ক্ষমতাকে মানুষ যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে। কর্তৃত্বের তিনটি রূপকে ভেবার চিহ্নিত করেছিলেন।এ রূপগুলো হল যথাক্রমে সনাতনী, ঐশী এবং যুক্তিভিত্তিক-আইনগত। সনাতনী কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে প্রথা, ঐশী কর্তৃত্বের আবেগ এবং আইনগত কর্তৃত্বের যুক্তি।

সমাজবিজ্ঞানে নেতৃত্ব নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নেতৃত্ব বলতে একটি দলের মুখ্য ব্যক্তি হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা, গুণাবলী ও আচরণকে বোঝানো হয়। নেতৃত্বের সাথে তিনটি উপাদান

যুক্ত– নেতা, অনুসরণকারী এবং যে সামাজিক অবস্থায় নেতা-অনুসারী সম্পর্ক কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. নিচের কার সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষমতা হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক?

ক. মিশেল ফুকো　　খ. ম্যাক্স ভেবার

গ. কার্ল মার্কস্　　ঘ. উপরের সবার

২. ম্যাক্স ভেবার কর্তৃত্বের কয়টি রূপকে চিহ্নিত করেছিলেন?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৩. একটি দলের মুখ্যব্যক্তি হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা, গুণাবলী এবং আচরণকে কি বলে?

ক. আমলাতন্ত্র　　খ. ক্ষমতা

গ. নেতৃত্ব　　ঘ. উপরের সব

৪. কোন সমাজে নেতৃত্ব খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

ক. প্রাক-ধনতান্ত্রিক　　খ. আধুনিক

গ. উত্তর-আধুনিক　　ঘ. উপরের সব

৫. 'নীল রক্ত' বা 'অভিজাত বংশ' কোন কর্তৃত্বের ভিত্তি?

ক. রাজতন্ত্র　　খ. সামন্তমন্ত্র

গ. গণতন্ত্র　　ঘ. রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্রিয়াবাদী ধারণায় ক্ষমতা কি ?

২. ক্ষমতার বহমানতা বলতে মিশেল ফুকো কি বুঝিয়েছেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বলতে কি বোঝেন? আলোচনা করুন।

২. সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৪

গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া: ভারত, পাকিস্ত ান ও বাংলাদেশ

Process of Democratization: India, Pakistan and Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার ধারণা*
- *ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দল ও জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা*

ভূমিকা

রাজনীতি ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে। ফলে রাজনীতি সম্পর্কে যে কোন আলোচনা তর্ক সৃষ্টি করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করেন। তাদের বক্তব্যকে তাঁরা যুক্তি এবং প্রমাণভিত্তিক করার চেষ্টা করেন। এরপরও তাদের যতটুকু পক্ষপাত থাকে তা বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সমালোচনা এবং ভিন্নমতের দ্বারা পরিশোধিত করা হয়।

গণতন্ত্র একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তা সত্ত্বেও আমরা যাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলি তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে। আমরা যখন কোন দেশের গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করি তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপ এবং কর্মকান্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গণতন্ত্রায়নের তিনটি রূপকে তুলে ধরে। ফলে তিনটি দেশের তুলনামূলক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটি সত্যি যে, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তুলনামূলক আলোচনা এখনও হয়নি। বিশ্লেষণের অভাবের সাথে যুক্ত রয়েছে এখানে পরিসরের অভাব যার কারণে এমনকি কোন আংশিক আলোচনাও সম্ভব নয়। নিচের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে ভারতের গণতন্ত্রায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরীকাল বাদ দিলে ভারতের ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সফলভাবে বিকাশ লাভের ইতিহাস রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার উপর শীর্ষ মার্কিন গবেষক মাইরন বীনার Myron Weiner ভারতে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় ভারতে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং এর উপাদানগুলো নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সক্রিয় রয়েছে।

গণতন্ত্রের মূল একটি উপাদান হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে–আরো নির্দিষ্ট করলে ১৮৮৪ সালে। এটি করা হয়েছিল স্থানীয় সরকারের জন্য। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার ও ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার জনগণের নির্বাচনের অধিকারকে প্রসারিত করেছিল।এই ধারাবাহিকতা ঔপনিবেশিক যুগে এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরে টিকে ছিল। ভারতে নিয়মিত এবং মোটামুটি অবাধ নির্বাচন

হয়েছে এবং জনগণের অংশগ্রহণ স্বত:স্ফূর্ত এবং ব্যাপক। ভারতে রয়েছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে।

ভারতের গণতন্ত্রায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলো। ভারতীয় কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। পরবর্তী একশ' বছরের বেশি সময় ধরে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ, অনুভূতি এবং স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস দল ভারতে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতে জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যাপক। জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ভারতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আরো রূপ রয়েছে। মাইরন বীনারের মতে ভারত প্রতিবাদের শিল্পকে নিখুঁত রূপদান করেছে। এত রকমের প্রতিবাদ আর কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতে মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে। তবে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন ভারতে রাষ্ট্র এখনও অনেক বেশি শক্তিশালী ও কর্তৃত্বমূলক।

কংগ্রেস দলের পতন এবং আঞ্চলিক দলগুলোর উত্থান ও লোকপ্রিয় Populist নেতাদের আবির্ভাব, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসা ও উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অবক্ষয় ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন।

পাকিস্তান

ভারতের বিপরীতে পাকিস্তান এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। কংগ্রেস দলের মত পাকিস্তান মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক চেতনাকে তুলে ধরতে বা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী হামজা আলাভী দেখিয়েছেন পাকিস্তানে পাঞ্জাবী মিলিটারী-সিভিল এলিট এবং মোহাজের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী একটি শক্তিশালী শাসকচক্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। অতি শক্তিধর পাকিস্তানী রাষ্ট্র প্রথম থেকেই পরিচালিত হয়েছে ক্যান্টনমেন্টের দ্বারা। রাজনীতিতে জনগণের কণ্ঠ সত্যিকার ভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে পাকিস্তানে বারবার সামরিক শাসন এসেছে এবংকখনই গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ

গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছেল বৃটেনের উদারনৈতিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনুসরণে। কিন্তু বাংলাদেশ গণতন্ত্রের এই যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারেনি। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে।কিন্তু বাংলাদেশে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের স্পৃহা প্রবল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

সারাংশ

গণতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হলেও এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রয়েছে। ফলে কোন দেশের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে হলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপ ও কর্মকান্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গণতন্ত্রায়নের তিনটি রূপকে প্রতিফলিত করায় তিনটি দেশের তুলনামূলক আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আলোচনা নেই বললেই চলে।

ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরীকাল ছাড়া দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সফল বিকাশের ইতিহাস রয়েছে। গণতন্ত্রের একটি মূল উপাদান হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া যা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে এবং স্বাধীনতার পরও টিকে ছিল। ভারতে নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচন হয়েছে এবং এখানে জনগণের অংশগ্রহণ স্বত:স্ফূর্ত ও ব্যাপক। তাছাড়া রয়েছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে করেছে মজবুত। আর এ গণতন্ত্রায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলো। ভারতে জনগণের রয়েছে রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ। এছাড়া রয়েছে মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।তবে কংগ্রেস দলের পতন, আঞ্চলিক দলগুলোর উত্থান, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় আগমন ও উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অবক্ষয় ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ বলে অনেকে মনে করেন।

ভারতের বিপরীতে পাকিস্তানে এক ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় কংগ্রেস দলের ন্যায় পাকিস্তান মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক চেতনাকে তুলে ধরতে বা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। মিলিটারী-সিভিল এলিট ও মোহাজের ব্যবসায়ী শিল্পপতি গোষ্ঠী গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করেছিল শক্তিশালী শাসকচক্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে। রাজনীতিতে এখানে সত্যিকার ভাবে স্বীকৃতি পায়নি জনগণের কণ্ঠ।

গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার অভাবে গণতন্ত্র সত্যিকারের প্রতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করতে না পারলেও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। গণতন্ত্রের প্রবল স্পৃহা রয়েছে মানুষের মধ্যে। তাছাড়া রয়েছে মতামত প্রকাশের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কবে?

ক. ১৭৭৪ সালে　　খ. ১৮৮৪ সালে

গ. ১৮৯৪ সালে　　ঘ. ১৯৩৪ সালে

২. বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল কোন পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনুসরণে?

ক. যুক্তরাষ্ট্র　　খ. বৃটেন

গ. কানাডা　　ঘ. ক ও খ উভয়ই

৩. শার্লি-মিন্টো সংস্কার কখন হয়েছিল?

ক. ১৯০৯ সালে　　খ. ১৯১৯ সালে

গ. ১৯২৯ সালে　　ঘ. ১৯৩৯ সালে

৪. ভারতীয় কংগ্রেস কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ক. ১৮৮৫ সালে　　খ. ১৮৯৫ সালে

গ. ১৮৯০ সালে　　ঘ. ১৮৯৯ সালে

৫. দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশটিতে মিলিটারী সিভিল এলিট এবং মোহাজের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী একটি শাক্তিশালী শাসক চক্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ঐ দেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে?

ক. ভারত　　খ. বাংলাদেশ

গ. পাকিস্তান　　ঘ. শ্রীলংকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাকিস্তানে গণতন্ত্র কেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি ?

২. গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন।

২. "ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গণতন্ত্রায়নের তিনটি রূপকে তুলে ধরে।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।